

ঝুঁকিপূর্ণ ংবং ব্যববহুল রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্পের একটি অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ

জুন, ২০১৬

জয় শারদা, ম্যানেজিং পার্টনার, ইকুইটরিয়াল

টিম বাকলি, ডিরেক্টর এনার্জি ফাইন্যান্স স্টাডিজ, অস্ট্রেলিয়া, আইইইএফএ

সার সংক্ষেপ

রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প বাংলাদেশ-ভারত ফ্রেন্ডশিপ শক্তি পাওয়ার কোম্পানি (BIFPCL), বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (BPDB) ংবং এনটিপিসি লিমিটেড, ভারতের বৃহত্তম বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থার যৌথ পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত ১৩২০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

প্রকল্পটি অত্যন্ত পুরনো ংবং বিতর্কিত প্রযুক্তিকে কেন্দ্র করে পরিকল্পিত ংবং বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের কাছ থেকে অতিমাত্রায় ভর্তুকিপ্রাপ্ত।

ংই রিপোর্টটির কাজ হবে জনসাধারণ, বিদ্যুৎগ্রাহক ংবং ভারতীয় লগ্নিকারকদের, ভারত সরকার যাদের মধ্যে অন্যতম, তাদের জন্যে ঝুঁকিপূর্ণ কয়েকটি বিষয়ে আলোকপাত করা।

IEEFA ধারণা করে যে, ংই প্রকল্পটির মূল উদেশ্যই হলো বাংলাদেশে ভারতীয় কয়লার রপ্তানি নিশ্চিত করা, যেখানে সুরক্ষিত ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট সুন্দরবনের ংত কাছে একটি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ বিষয়ে ভারতীয় নীতিকে আড়াল করা হয়েছে।

ংই রিপোর্টটি রামপাল প্রকল্পের ১০ টি গুরুতর ত্রুটি তুলে ধরেছে ;

১। ংই প্রকল্পের ফলে বাংলাদেশে বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে

রামপাল প্রকল্পের শুদ্ধ নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী, ংথান থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের ওপর বাংলাদেশের বর্তমান গড় বিদ্যুৎ উৎপাদনের তুলনায় ৩২% বেশি মাত্রায় ট্যারিফ ধার্য করা হবে, যার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশে বিদ্যুতের মূল্যও বৃদ্ধি পাবে। ভর্তুকি না থাকলে ংই কেন্দ্রে উৎপাদিত বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ বাংলাদেশের বর্তমান গড় বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচের তুলনায় ৬২% বেশি।

২। বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির আসল খরচকে প্রায় ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমতুল্য তিন ধরনের ভর্তুকি দিয়ে আড়াল করার চেষ্টা চলছে

প্রথমত, বাংলাদেশ সরকার ংই কেন্দ্রের জন্যে ১৫ বছর মেয়াদী কর মওকুফ করবার প্রস্তাব করেছে, যার আর্থিক মূল্য ৯৩৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

দ্বিতীয়ত, ভারতের EXIM ব্যাঙ্ক প্রদত্ত প্রচলিত মাত্রার চাইতে কম সুদে ঙ্গণ, যা বস্তুত ভারতীয় জনসাধারণের টাকায় দেয়া ৯৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমমূল্যের ভর্তুকি।

তৃতীয়ত, বাংলাদেশের প্রস্তাবিত ডেজিং ও অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণ, যা কিনা কেন্দ্রে কয়লা সরবরাহ করায় সহায়ক হবে, তার আর্থিক মূল্য দাঁড়ায় বাৎসরিক ২৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ।

৩। প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব এবং উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী

সাধারণত কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর ক্ষেত্রে পরিকল্পনা, নির্মাণ থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন পর্যন্ত প্রায় এক দশক পর্যন্ত সময়ের প্রয়োজন হয়ে থাকে। এই প্রকল্পটিও তার ব্যতিক্রম নয়। এই বিলম্বের ফলে পূর্বলক্ষিত পরিমাণের চেয়েও বেশি মাত্রায় মূল্যবৃদ্ধি এবং তার ফলশ্রুতিতে বিনিয়োগ খরচ এবং ট্যারিফ এর চাপও বৃদ্ধি পাবে।

৪। প্রকল্পটি স্থানীয় জনসাধারণের কাছ থেকে গুরুতর প্রতিরোধের সম্মুখীন

স্থানীয় জনসাধারণের ক্রমাগত প্রতিরোধের মুখে প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন এবং নির্বিঘ্নে উৎপাদন বাঁধাগ্রস্ত হবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

৫। প্রকল্পটি ৮০-৮৫% হারে উৎপাদনে সক্ষম হবে, এমন কোন নিশ্চয়তা নেই

২০১৫ সালে, চীনের কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে ৫০% এরও বেশি। ২০১৩ সাল থেকে এই পরিমাণ ৬০% এর নিচে রয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গড়ে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা ৫৫%। এবং ভারতে, ২০১৫-২০১৬ সালে এই কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রগুলোর গড় উৎপাদন ক্ষমতা ছিলো ৬২%।

রামপাল প্রকল্পটির এমন কোন বিশেষত্ব নেই, যাতে করে তৈরি হবার পর এই প্রকল্প সম্পূর্ণভাবে সফল হয়।

৬। আমদানিকৃত কয়লার ওপর নির্ভরতার ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে কয়লার সরবরাহের ঝুঁকি এর উৎপাদন ক্ষমতাকে প্রভাবিত করবে

এই মুহূর্তে আন্তর্জাতিক বাজারে কয়লার মূল্য গত কয়েক বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম এবং অনুমান করা হচ্ছে যে, আগামী কয়েক বছর সেরকমই থাকবে। কিন্তু কয়লার আন্তর্জাতিক বাজারে যে কোন প্রত্যাশিত মূল্য বৃদ্ধি ট্যারিফের ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে। বিশেষ করে বিশ্বব্যাপী কার্বন নীতির প্রভাবে কয়লার মূল্য বৃদ্ধি ঘটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এর সবচাইতে গুরুতর প্রভাব পড়বে এই প্রকল্পের বিদ্যুতের ক্রেতাদের ওপর।

৭। প্রকল্পটির অবস্থান ঝুঁকিপূর্ণ বায়ুমন্ডলে এবং সম্ভাব্য জলোচ্ছাসপ্রবণ এলাকার আওতাধীন

বাংলাদেশের ঝুঁকিপূর্ণ বায়ুমন্ডলিক পরিবেশ ও জলোচ্ছাসপ্রবণতা আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির সাথে সম্পর্কিত কেননা, যে কোন জলোচ্ছাসেই উৎপাদন ব্যাহত এবং ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।

৮। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দিক থেকে সুনির্দিষ্ট বিপদকালীন পরিকল্পনার অভাব লক্ষণীয়

বিপদকালীন জরুরী পরিস্থিতির মোকাবেলায় কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা না থাকায়, ব্যবস্থাপনার দিক দিয়েও এটি ঝুঁকিপূর্ণ।

৯। প্রস্তাবিত রামপাল ঋণে অর্থলগ্নি করায় EXIM ব্যাংক ঝুঁকির মুখে পড়বে

একদিক থেকে প্রকল্পটি প্রমোটার এবং ক্রেতাদেরকে যেমন আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন করতে পারে, অন্য দিকে ঝুঁকির মুখে পড়বে ভারতীয় EXIM ব্যাংক। রামপাল প্রকল্পটি যেহেতু EXIM ব্যাংকের একটি বড় আর্থিক ঋণের ওপর ভিত্তি করে চলবে, এটি EXIM ব্যাংকের তহবিল সংগ্রহের ক্ষমতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। আর কয়লাজাত প্রকল্পের বিশেষ ধরনটির কারণে, প্রয়োজনে নতুন করে অর্থের সংস্থান করাও অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

১০। বাংলাদেশে বিদ্যুৎ খাতে প্রতি বছির প্রায় ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতি হয়ে থাকে, রামপাল প্রকল্পের অনিশ্চয়তার ফলে এই পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটবে

ভবিষ্যত আর্থিক পরিকল্পনায় কোন ঘাটতির ফলে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার অন্তর্গত ক্ষতির ভর্তুকি সম্পূর্ণভাবে দেয়া সম্ভব নাও হতে পারে। এর ফলে রামপাল প্রকল্পে অর্থলগ্নীকারী এবং এর ক্রেতারা, দুই পক্ষই উল্লেখযোগ্য ক্ষতির সম্মুখীন হবেন।

এই রিপোর্ট আরো বলছে, যে পরিবেশ রক্ষায় সহায়ক শক্তি- বিশেষ করে সৌরশক্তি বেশ কিছু কারণে রামপাল প্রকল্পের সম্ভাব্য বিকল্প-

১। জায়গার অভাব এবং সব রকম উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য সৌরশক্তির ওপর আরো গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন।

সৌরশক্তি উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশে বছরে ৩৮০ TWh বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব এবং IEEFA এর বিশ্বাস, যে সৌরশক্তির বিকাশই হওয়া উচিত নীতিনির্ধারকদের মূল লক্ষ্য। জায়গার অভাব বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সমস্যা হলেও এজন্যে প্রয়োজন হবে মাত্র বাংলাদেশের সামগ্রিক ভূখণ্ডের ০.১৫%, এমনকি যদি ধরে নেয়া হয় ২০২৫ সাল নাগাদ ১০ গিগাওয়াটের মত উচ্চাকাঙ্ক্ষী মাত্রায় সৌরশক্তি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে।

২। বাংলাদেশে মূলধারার বাইরে গিয়ে সৌরশক্তি উৎপাদনের উন্নয়নের এখনই সময়।

পৃথিবীর সবচেয়ে সফল ভবনের ছাদে সৌরশক্তি উৎপাদন প্রকল্পগুলোর একটির অবস্থান বাংলাদেশে। প্রায় ৪.৩ মিলিয়ন পরিবারে, যা কিনা দেশটির মোট ১০%, বাড়ির ছাদে সৌরশক্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিনিয়োগের পরিমাণও বাড়ছে। যে এক তৃতীয়াংশ বাংলাদেশিদের বসবাস মূল ধারার বিদ্যুৎ যোগাযোগ ব্যবস্থার বাইরে, বাড়ির ছাদে সৌরশক্তির উৎপাদন তাদেরকে খুব সহজেই বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ করে দিতে পারে। এর ফলশ্রুতিতে একটি গনতান্ত্রিক, সহজে নিয়ন্ত্রনযোগ্য এবং বিভাজিত শক্তিব্যবস্থার নির্মাণ সম্ভব। এর ফলে বড়মাত্রায় পানি সরবরাহে ব্যাঘাত, পরিবেশ দূষণ এবং জ্বালানিজাত বিদ্যুৎ উৎপাদনের ফলে যে ছাই তৈরি হয়, সেই সমস্যারও সমধান ঘটবে। এর ফলে বায়বীয় এবং আণবিক দূষণ ঘটেনা, ঘটেনা পরিবেশ দূষণজাত অসুস্থতার ফলে সৃষ্ট স্বাস্থ্যখাতজনিত ব্যয়। এই প্রকল্প অপেক্ষাকৃত কম সময়ে বাস্তবায়নযোগ্য। এক দশকের পরিবর্তে মাত্র এক দিনেই বাস্তবায়ন করা সম্ভব। আন্তর্জাতিকভাবে পরিবেশ রক্ষায় যে অর্থ বিনিয়োগ করা হচ্ছে, এ প্রকল্পে তার সহায়তা পাওয়া সম্ভব। একবার তৈরি হয়ে যাবার পর এতে কোন রক্ষণাবেক্ষনজাত ব্যয় নেই। প্রয়োজন নেই ভূমি দখল এবং ভূমিচ্যুত জনসাধারণের পুনর্বাসনের। তাছাড়া বানিজ্য এবং শিল্পক্ষেত্রেও খুব দ্রুত এর বিস্তার সম্ভব।

৩। বাংলাদেশে সরবরাহযোগ্য ব্যবহারিক পর্যায়ে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রভূত উন্নতি ঘটেছে এবং আরো অনেকদূর যাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

২০১২ সালের ভেতর ১.৭ গিগাওয়াট এবং ২০৩০ সালের ভেতর ৬ গিগাওয়াট উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে বাংলাদেশ সরকার সরবরাহযোগ্য সৌরশক্তি উৎপাদনের লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছে। এই লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে বিনিয়োগ পরিকল্পনার আহ্বান জানানো হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই এক্ষেত্রে কাজ শুরু হতে পারে।

৪। সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যয়হ্রাস এবং এক্ষেত্রটির বিস্তারের ফলে বাংলাদেশ বিশেষভাবে উপকৃত হবে।

IEEFA এর তথ্য অনুযায়ী, সৌরশক্তির সংযোজনের ফলে ২০১৬ সালে পৃথিবীব্যাপী ৬০ গিগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে, যা প্রায় বাৎসরিক ১৫% বৃদ্ধি। এই বৃদ্ধি কারিগরি প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং

ব্যবহারের ফলে এ খাতটির উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখে, যা কিনা সৌরশক্তি উৎপাদনের খরচ অনেকাংশে হ্রাস করে। এর ফলে ধারণা করা যায়, যে ভারতে যে ধরনের বিশেষ সৌরশক্তি উৎপাদনের ধারা স্থাপিত হয়েছে, সেই একই প্রক্রিয়া থেকে বাংলাদেশও লাভবান হতে পারে।

৫। সৌরবিদ্যুৎ আন্তর্জাতিক অর্থলব্ধিকারী সংস্থাগুলোর কাছ থেকে বিশেষ বিনিয়োগ প্রাপ্তির সুযোগ লাভ করে।

বাংলাদেশে সৌরশক্তির স্থাপনা এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তা, Asian Infrastructure and Infrastructure Bank (AIIB) and the New Development (BRICS) ব্যাংকের পক্ষ থেকে নতুন ঋণ এবং দ্রুত উন্নয়নরত আন্তর্জাতিক গ্রীন বন্ড মার্কেটের সুযোগ নিতে সক্ষম। এছাড়াও বিশ্ব ব্যাংকের সদ্যস্থাপিত পরিবেশ বিনিয়োগ তহবিলের ক্লিন টেকনোলজি ফান্ড, গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড, এমনকি সফটব্যাক এবং স্কাইপাওয়ার অফ কানাডা এর মত সংস্থার কাছ থেকেও লাভবান হতে পারে।

IEEFA এর গবেষণায় দেখা গেছে যে ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো বরং বাংলাদেশে পরিবেশ রক্ষায় সহায়ক নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদনমূলক প্রকল্পগুলোতে সহায়তার মাধ্যমেই ভারতের স্বার্থরক্ষায় বিশেষ ভূমিকা পালনে সক্ষম। এর ফলে ভারতের সৌরপ্রযুক্তি উৎপাদন এবং রপ্তানীখাত, যা বর্তমানে ঝুঁকির সম্মুখীন, লাভবান হবে। লাভবান হবে ভারত সরকারের “Make in India” প্রকল্প। সম্প্রতি প্যারিসের পরিবেশ সম্মেলনে ভারত আন্তর্জাতিক সৌরপ্রযুক্তি জোটে নেত্রিস্থানীয় ভূমিকা পালনের যে অঙ্গীকার করেছে, এই প্রকল্প তার বাস্তবায়নেও সহায়ক হবে।

উপসংহার

প্রস্তাবিত রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিতে অসংখ্য অগ্রহণযোগ্য ঝুঁকির সম্ভাবনা রয়েছে। এটি সময়ের বিপরীতে চলা এমন একটি পরিকল্পনা, যা বাংলাদেশকে বরং পেছনের দিকে নিয়ে যাবে। আমদানিকৃত কয়লার ওপর নির্ভরতা বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতকে আন্তর্জাতিক বাজারের কয়লার মূল্য ওঠানামা এবং মুদ্রাস্ফীতিজ নীতি ঝুঁকির মুখে ফেলবে। অন্যদিকে, পরিবেশ রক্ষায় সহায়ক শক্তিসমূহ, বিশেষ করে সৌরশক্তি নীতিগতভাবে গ্রহনযোগ্য, কারণ এ প্রযুক্তি জ্বালানির মূল্যসংক্রান্ত ঝুঁকি থেকে বাঁচিয়ে বাংলাদেশকে বিশ্বের নেতৃস্থানীয় বিকল্পধারার ভবনের ছাদে সৌরশক্তি উৎপাদনের প্রকল্পে বাংলাদেশকে সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবে। বাংলাদেশের পক্ষে ভারতের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে দ্রুতগতিতে এই সৌরশক্তি উৎপাদনকে মূলধারায় নিয়ে আশা এবং ব্যবহারিক পর্যায়ে এর বিস্তার ঘটানো সম্ভব। আমাদানি করা কয়লার মূল্যের তুলনায় এটি অত্যন্ত স্বল্প ব্যয়ের সমাধান। তাই রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বাতিল করা উচিত।

মুখবন্ধ

বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবন থেকে মাত্র ১৪ কিলোমিটার দূরে ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে ‘রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র’ নির্মাণের যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, সন্দেহাতীতভাবে তা যে কতটা উচ্চব্যয় ও ঝুঁকির অবতারণা করবে এই প্রতিবেদনে তা সুন্দরভাবে পর্যালোচনা তথ্য-উপাত্ত ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। যেহেতু সুন্দরবনের মত একটি অনন্য ম্যানগ্রোভ বন ভারত ও বাংলাদেশ উভয় দেশেই অবস্থিত, উভয় সরকারের যৌথ অর্থায়নে এই প্রকল্প নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং এই প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়দায়িত্ব উভয় দেশের বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের, স্বভাবতই এই প্রতিবেদন ধারাবাহিকভাবে ভারত ও বাংলাদেশ, উভয় দেশেই প্রকাশ করা জরুরী।

এই বাস্তবতায় দুই দেশের নাগরিকদের এখন এই প্রকল্পের নেতিবাচক দিকগুলো সম্পর্কে অবহিত করা প্রয়োজন। সকল নাগরিক এবং নীতিনির্ধারণী মহলের জন্য এরকম একটি সতর্কীকরণ ব্যবস্থার উদ্যোগ নেয়া দরকার যাতে প্রকল্পটির কারণে অপূরণীয় ক্ষতির পূর্বেই তাঁরা দ্রুত ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এটি বাতিল করতে পারেন।

উল্লেখিত প্রকল্পের মূল পরিকল্পনায় তারা বলেছিল, প্রকল্প বাস্তবায়নে ‘সেকেন্ড সুপারক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি’ ব্যবহার করা হবে এবং ভুল ব্যাখ্যা করেছিল যে এই প্রযুক্তি সুন্দরবনের পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব যথামতভাবে কমাবে! বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ভর্তুকি স্বত্বেও এই প্রকল্প থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের গ্রাহকদের জন্য বিদ্যুতের মূল্য ৩২% বৃদ্ধির বিষয়টিও সম্পূর্ণভাবে এই প্রকল্পে উপেক্ষিত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মূল্য বর্তমানে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের গড় মূল্যের চেয়ে ৬২% বৃদ্ধি পাবে।

এই প্রতিবেদন শুধুমাত্র নগদ আর্থিক মূল্য নির্ধারণ ও যৌথ উদ্যোগ থেকে অর্জিত লভ্যাংশের হিসাব-নিকাশ নিরূপণ করেনি, একই সাথে এই প্রকল্পের কারণে বর্তমানে ও অদূর ভবিষ্যতে সম্ভাব্য সর্বাত্মক ঝুঁকি নিরূপণ ও প্রকল্পের কার্যক্রমজনিত উদ্ভূত ঐচ্ছিক ঝুঁকি উত্তরন উপস্থাপন করেছে। এই প্রতিবেদন, ‘যদি’ দিয়ে সম্ভাব্য কতগুলো ঝুঁকি ও সমস্যার উত্তর খুঁজে পেতে চেষ্টা করেছে, যেমন- হাই পিক লোড ক্যাপাসিটি ৮০%, খুব কম উচ্চতায় প্রকল্প স্থাপন ও প্রকল্প এলাকা নিম্নস্তরের সম্ভাবনা, কয়লা আমদানীতে মূল্য সংক্রান্ত ঝুঁকি, ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ঝুঁকি, দুর্ঘটনা জনিত ঝুঁকি এবং ভারত থেকে খারাপ মানের কয়লা আমদানীর সম্ভাবনা।

এই প্রতিবেদন, প্রকল্পের সহযোগী ভারতের পররাষ্ট্র নীতির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়। প্রতিবেদনটি প্রমাণ করে যে, এই প্রকল্প ভারতীয় নাগরিকদের স্বার্থেও কাজ করবে না, বরং বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ হাসিলে কাজ করবে।

এই প্রতিবেদন শুধুমাত্র কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে নেতিবাচক দিক নিয়ে আলোকপাত করেই থেমে থাকেনি, একই সাথে বাংলাদেশে সম্ভাব্য ও আকাঙ্ক্ষিত উপায়ে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পথও উল্লেখ করেছে। কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের চেয়ে কিভাবে সুলভে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব, তাও এই রিপোর্টে দেখানো হয়েছে।

পরিশেষে ইনস্টিটিউট ফর এনার্জি ইকোনোমিকস এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল আনাল্যিসিস (আইইইআফএ) এর দুই বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ জনাব জয় শারদা ও টিম বাকলি কে জানাই ধন্যবাদ, যাঁদের কর্মদক্ষতা এই প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে। আমি নিশ্চিত, এই প্রতিবেদন ভারত ও বাংলাদেশের সকল সচেতন মানুষকে রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্পর্কে সত্য জানতে সহায়তা করবে।

মাহবুবুল মোকাদ্দেম (আকাশ)

অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৭ জুন, ২০১৬